নিট জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয় উভয়ে উন্নয়ের সূচক হিসাবে বোঝান হয়।

উঃ- নিট জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় এই ধারণা দুইটিই জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। প্রথমে আমাদের কে নিট জাতীয় আয় ও মাথাপিছু জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা কে বুঝতে হবে।

নিট জাতীয় আয় → নিট জাতীয় আয়ের আগে জাতীয় আয় কি তা বোঝা দরকার। দেশের জাতীয় আয়কে সাধারণ তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়। প্রথম: আয় সুমারি পদ্ধতি দ্বিতীয়: উৎপাদন সুমারি পদ্ধতি বা মূল্য সংযোগ পদ্ধতি এবং তৃতীয়ত: ব্যয়ের সমষ্টি বা জাতীয় ব্যয় হিসাবে দেখা যায়।
অর্থাৎ জাতীয় আয়কে তিন ভাবে প্রকাশ করা যায়।

আয় সুমারি পদ্ধতি → দেশের মোট উৎপাদন খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফার আকারে উৎপাদনের উপাদানগুলির মধ্যে বন্টিত হয়। সুতরাং এই সকল আয়ের সমষ্টিই জাতীয় আয়।
জাতীয় আয় = মোট খাজনা + মোট মজুরি + মোট সুদ + মোট মুনাফা।

উৎপাদন সুমারি পদ্ধতি → কোন দেশের উৎপাদনের উপাদানগুলি অর্থাৎ জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন একত্রে মিলিত হয়ে যে সকল দ্রব্য সামগ্রী ও সেবাকার্য উৎপাদন করে তাই জাতীয় উৎপাদন, উপাদানগুলির পরিমাণে অর্থমূলে প্রকাশ করে জাতীয় উৎপাদনকে ও অর্থমূল্যে প্রকাশ করা হয়।

ব্যয় সমষ্টি পদ্ধতি → জাতীয় ব্যয় মোট ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়ের সমষ্টি।

Pampa Sankar.
PTT

Contd - ④

জাতীয় আয়ের এই তিনটি দিকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, যা জাতীয় উৎপাদন তাই জাতীয় আয়, এবং তাই জাতীয় ব্যয়। সুতরাং এই তিনটি ধারণার যে কোন একটির মাধ্যমেই আমরা জাতীয় আয়কে পরিমাপ করতে পারি।

আবার কোন বছরে যে পরিমাণ সেবা কার্য ও দ্রব্য সামগ্রী উৎপন্ন হয় সেই দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদনের মূল্যকে দুটভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটি উৎপাদন ব্যয় এবং অপরটি মুনাফা। উৎপাদন ব্যয়কে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। 1) কাঁচামালের ব্যয় 2) অবচয় ব্যয় 3) উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানকে দেয় ব্যয়, যেমন খাজনা, মজুরি ও সুদ, মূল জাতীয় আয় নির্ণয় করার সময় আমরা কোন বছরের মোট উৎপাদন মূল্য থেকে ঐ একই বছরের কাঁচামালের মূল্য বিয়োগ করা হয়। আবার এই মূল জাতীয় আয় (National Income) থেকে ঐ বছরের অবচয় মূল্য (Depreciation cost) বাদ দিলে তবেই ঐ বছরের নিট জাতীয় আয় বলে, অর্থাৎ -

নিট জাতীয় (NNI) আয় = মূল জাতীয় আয় − অবচয় মূল্য

এমন মাথাপিছু আয় বলতে আমরা বুঝি দেশের কোন এক বছরের মোট জাতীয় আয়কে দেশের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে প্রতি নাগরিক পিছু অর্থাৎ দেশের মাথাপিছু আয় নির্ণয় করা যায়, এক্ষেত্রে মূল জাতীয় কেই জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করা হয়।

কোন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা জানতে হলে সে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন বা নিট উৎপাদন ও জনগণের মাথাপিছু আয় জানা দরকার। যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান সূচক সে দেশের জনগণের মাথাপিছু আয়, কোন দেশের মোট জাতীয় আয় (বা নিট জাতীয় আয়) বা মাথাপিছু আয় চুক্তিও দেশটির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর নির্ভর করে। তবে সাধারণত উন্নত দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশের জনসাধারণের থেকে বেশী হয়।

Pampa Sarkar.
PTT

Contd – 5